বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
মানসিক বিকারগ্রস্ত রক্ত খেকো দানবী হাসিনার প্রতিহিংসার শিকার বীর মুক্তিযোদ্ধা ঐতিহাসিক ১৫ আগস্ট বিপ্লবের মহান স্থপতি ও সিপাহসালার শহীদ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান এর অতি সংক্ষিপ্তসার বর্ণাঢ্য ময় জীবনপঞ্জি।
১। নাম :সৈয়দ ফারুক রহমান।
২।পিতার নাম :মেজর মরহুম সৈয়দ আতাউর রহমান।
৩।পিতামহ বা দাদার নাম : নওগার বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব জনাব মরহুম আশরাতুল্লাহ দেওয়ান(রহমতুল্লিলা আলাইহি)।তিনি জিন্দা পীর হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব।
৪।মাতার নাম :ময়মনসিংহ নিবাসী আব্দুল লতিফ খানের কন্যা মেহমুদা খাতুন
৫।জন্ম তারিখ :৯আগস্ট ১৯৪৬ ইং ঢাকায়।
৬।ব্যক্তিগত জীবন : বিবাহিত(১৯৭২)এবং চার সন্তানের জনক।
৭।শিক্ষাগত যোগ্যতা : ২য় বিভাগে বিজ্ঞানসহ HSC (প্রাক প্রকৌশল) আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে ১৯৬৪সালে।
৮।পেশাগত যোগ্যতা :
১।৪ জুন১৯৬৬সালে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি হতে গ্রাজুয়েশন লাভ (২৯৭ জন ক্যাডেটের মধ্যে ৪থ)।
২।২য় লেফট্যান্যাট হিসাবে আর্মাড কোরের কমিশন প্রাপ্ত হন।
৩।কোর্স সমূহ :
১।বে্যসিক আরমার অফিসার কোর্স B(+),B(+)AB(+)
2।অগ্রগামী বেতার প্রশিক্ষণ কোর্স (AY) ।
৩।অস্ত্র কৌশল কোর্স B(+)।
৯।ব্যক্তিগত পারদর্শীকতা:
১। ক্রীড়া : পূর্ব পাকিস্তান জিনমন্যাস্টিকস্ এ ১৯৬৪ সালে কালার লাভ করেন।
২। এভিয়েশন :১৯৬৩ইং সাল থেকে তিনি বৈমানিক এবং বাংলাদেশ ফ্লাইং ক্লাবের আজীবন সদস্য তিনি।
১০। কর্মজীবন :নিয়োগ :পাকিস্তান সেনাবাহিনী :
১।ট্যাংক বাহিনীর পরিচালক।
২।রেজিমেন্ট স্টাফ :
১।টেকনিক্যাল অফিসার।
২।এডজুট্যানট্।
৩। আর্মড স্কোয়ারড্রোন কমান্ডার এবং আবুধাবি আর্মাড কোর রেজিমেন্ট (ADDF) স্কোয়াড্রান কমান্ডার এর দায়িত্ব পালন করেন।
১১।মহান মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১):আবুধাবি সেনাবাহিনী ত্যাগ করে তিনি সরাসরি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং কৃতিত্ব পূর্ণ বিজয় অর্জন করেন।
১২।কর্মজীবন :বাংলাদেশ সেনাবাহিনী :
১।১২ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১ম কমান্ডিং অফিসার।
২। ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের ১ম কমান্ডিং অফিসার।
৩।বাংলাদেশ আর্মার্ড কোরের প্রতিষ্ঠাতা ও১ম পরিচালক।
৪।রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারি।
১৩।ঘটনা বহুল আলোচিত ঐতিহাসিক কর্মকান্ড :
ব্যক্তিত্ব। ১৯৭৫সালের ১৫ই আগস্ট, শুক্রবার, সুবেহসাদেক মাত্র ২৯ বৎসর বয়সের কর্নেল ফারুকের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন ও নেতৃত্বে সংঘটিত হয় এক ঐতিহাসিক সফল সামরিক বিপ্লব।

সেই সংঘটিত বিপ্লবের ফলেই এ জাতি জালিম মুজিবী দুঃশাসন থেকে মুক্তি পায় সেই সাথে ভারতীয় আগ্রাসনবাদী দাসত্বের নিগর থেকে মুক্তি লাভ করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বসহ দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম ও সুসংহত করা হয়।
মহান ১৫ আগস্ট পট পরিবর্তন এর সহাপতি হিসাবে কর্নেল ফারুক বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে একক নামে সুপরিচিতি লাভ করেন।
উল্লেখ্য, ৭৫ পট পরিবর্তনের ফলেই গণচীন, পাকিস্তান, সৌদি আরব সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করেন।
১৪। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড :
১। ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে "ধানের শীষ " প্রতীক নিয়ে সরাসরি জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।
২।৪আগস্ট ১৯৮৭ সালে তিনি ফ্রিডম পার্টি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
৩।১৯৯৩ সালে তিনি ফ্রিডম পার্টির ১ম জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ৬ বছর মেয়াদের জন্য।
১৫।প্রকাশনা :
১। "proposal for organisation of structure of Bangladesh defence forces " বাংলাদেশ আর্মি হেডকোয়ার্টস এ ১৯৭২ সালে গোপনীয় পরিকল্পনা প্রতিবেদন পেশ করেন।
২। মুক্তির পথ (The Road to freedom) :১৯৮৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলা ও ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশিত
হয়। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদ কর্তৃক মুক্তির পথ বইটির প্রকাশনা সহ সমস্ত কপিগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়।
৩।বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ :(Bangladesh future) ডিসেম্বর ১৯৯১সালে নিবন্ধ আকারে জাতীয় পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে পুস্তিকা আকারে অসংখ্যবার প্রকাশ করে বিতরণ করা হয়।
৪।৭নভেম্বর ১৯৯২এর ভাবনা:নিবন্ধ হিসাবে জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯২সালে পুস্তিকা আকারে বিতরণ করা হয়।
৫।আলোড়ন :কর্নেল ফারুক রহমানের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক উক্ত বইটি ১৯৯৫সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যেই গ্রন্থটি সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবী মহল,, সুধী সমাজ, তরুণ ও যুব সমাজকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করেছে। ব্যাপক চাহিদার ফলে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০০৩সালে উক্ত গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রকাশনা মনজুরুল হক ফসিহ এর তত্ত্বাবধায়নে পেট্রিয়ট পাবলিকেশন্স ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।
উল্লেখ্য, আলোড়ন গ্রন্থটি মূলত : কর্নেল ফারুক রচিত "মুক্তির পথ "বইটির ২য় খন্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার ভয়ে " আলোড়ন " নামেই উক্ত বইটি ১ম প্রকাশ করেন জনাব গোলাম কবির।
উক্ত বইটিতে মূলত কর্নেল ফারুকের রাজনৈতিক দর্শন এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচির কথা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ফারুক রহমানের ঐতিহাসিক পলিটিক্যাল থিওরি" ন্যাশনাল সার্ভিস সিস্টেম " এর কথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
উক্ত আলোড়ন বইটি পাঠ করে দেশের কোটি কোটি বেকার ও কর্মহীন ও যুব সমাজ এই বইয়ে উল্লেখিত ন্যাশনাল সার্ভিস সিস্টেম এর ফর্মুলা এবং বর্ণনা পাঠ করে পুলকিত ও শিহরিত হয়ে ওঠে এবং দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী আগামী সভ্যতার ঠিকানায় পরিণত করতে স্বপ্ন দেখে।

৬।ফ্রিডম পার্টির গঠনতন্ত্র ও মেনুফেস্টো :সৈয়দ ফারুক রহমান কর্তৃক রচিত ফ্রীডম পার্টির গঠনতন্ত্র ১৯৯৩ সালের ফ্রিডমপার্টির প্রথম জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে পাস হয়।

১৬। জেল-জুলুম নির্যাতন নির্বাসন :১৯৭৫ পরবর্তী বহুদলীয় গণতন্ত্রের ধারক বাহক ও সুবিধাভোগী ক্ষমতালিপ্স বিভিন্ন সরকারের আমলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ১৫ আগস্ট বিপ্লবের মহানায়ক কর্নেল ফারুক রহমানের বিভিন্ন মেয়াদে কারা ভোগ ও নির্বাসনের খতিয়ান :

১।৪নভেম্বর ১৯৭৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭৬ পর্যন্ত বিদেশে নির্বাসনে ছিলেন।

২।মার্চ ১৯৮০ থেকে আগস্ট ১৯৮৩ পর্যন্ত তিনি লিবিয়াতে কর্নেল গাদ্দাফির আমন্ত্রণে রাজনৈতিক আশ্রয়ে নির্বাসনের ছিলেন।

৩।জুন ১৯৭৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ পর্যন্ত তিনি দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন। সে সময় তিনি কুমিল্লা ময়মনসিংহ সহ বিভিন্ন কারাগারে বন্দি ছিলেন।

৪।আগস্ট ১৯৮৩ থেকে মে ১৯৮৬ পর্যন্ত তিনি ডিজি- এফ-আই এর ডেথ সেলে তথা এ যুগের আয়না করে নির্মম ভাবে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন। তার সমস্ত শরীরে বড় বড় অসংখ্য ফুসকা পড়ে গেয়েছিলো এবং সেখান থেকে পুজ পরে পোকায় বাসা বেধেছিল।

৫।১২আগস্ট ১৯৮৬ ইং(ভোররাত) ২৮ জানুয়ারি ২০১০পর্যন্ত তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসির কনডেম সেলে অমানবিকভাবে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন এবং ঐদিন রাতেই অর্থাৎ ২৮জানুয়ারি ২০১০ তারিখে বাংলার অকুতো ভয় দুঃসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা দেশ প্রেমিক বীর সৈনিককে বিকার গ্রস্ত রক্ত খেকো দানবী স্বৈরাচার হাসিনা কর্তৃক মিথ্যা ও বানোয়াট ফরমায়েশি প্রহসনের রায়ে ফাঁসিতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ওই একই রাতে কর্ণেল ফারুক সহ মহান ১৫ আগস্ট বিপ্লবের বীরসেনানী চারজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সেদিন ঐতিহাসিক তথ্য ও সূত্র মতে একই মামলার ফাঁসির আসামী বজলুল হুদা কে শেখ হাসিনা নিজেই কারা অভ্যন্তরে ঢুকে জবাই করে হত্যা করে।

তথ্য ও সূত্র : কর্নেল ফারুক মুক্তি আন্দোলন এর আহ্বায়ক মনজুরুল হক ফসিহ কর্তৃক প্রকাশিতও প্রচারিত লিফলেট থেকে পূন:মুদ্রিত (১৬ ডিসেম্বর ২০০২)